তৃতীয় মাত্রা

পর্ব- ৬৫২৬

উপস্থাপনা- জিল্লুর রহমান

আলোচক- সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খান এমপি এবং বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা আতাউর রহমান ঢালী।

তারিখ- ১৪-০৩-২০২১

জিল্লুর রহমানঃ বাংলাদেশে বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্যে। ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর গোটা বিশ্ব জুড়ে এবং ২০২০ সালের মার্চের পর থেকে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যে ধরনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা একটা ছোট্ট অনুজীবকে ঘিরে সেটি অব্যাহত আছে। ২০ সালের শেষের দিকে বা ২১ সালের প্রথম দিকে ধারণা করা হয়েছিলো যে বাংলাদেশ পরিস্থিতি টা ভালোভাবে মোকাবেলা করেছে এবং করতে পারবে এবং স্বল্প কটিদেশ শুরুতে টিকার ব্যবস্থা করতে পেরেছে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু কয়েক মাস না যেতেই সংকট বাড়তে শুরু করেছে। এখন টিকা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় বাংলাদেশ অন্যদিকে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই মধ্যে ২০২১, ২০২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। মাসজুড়ে আলোচনা সংসদের ভেতরে এবং বাইরে এবং চলছে। অনেককেই এই বাজেট সন্তুষ্ট করতে পারেনি শুধুমাত্র ব্যবসায়ী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছে। অনেকে মনে করেন ড. দেবক্রিয় ভট্টাচার্যের ভাষায় রাস্তা হয়েছে বাজেটের গাড়িতে অর্থমন্ত্রী পিছিয়ে পড়া মানুষদেরকে তুলতে পারেনি। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ নিয়ে অনেক রকমের প্রশ্ন আছে এবং যে সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে যে প্রতি বছর ২৫ লাখ মানুষকে টিকা দেওয়া হবে। ২৫ লাখ মানুষকে এভাবে টিকা দিতে গেলে ৮ বছর লাগবে বাংলাদেশের সকল মানুষকে ভ্যাকসিন এর আওতায় নিয়ে আসতে গেলে। সেটি টিকা কার্যক্রমকে নিয়ে মানুষের মধ্যে যে সংশয় সেটিকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। এর বাইরে রাজনীতিতে তেমন কোনো উত্তাপ নেই। তবে যেটি আছে পক্ষে-বিপক্ষে অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগ। সব মিলিয়ে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে আমাদের সঙ্গে আজকে স্টুডিওতে আছেন আমার আমার বায়ে বসে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য বাংলাদেশ সরকারের সাবেক নৌপরিবহন

মন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদ সদস্য শাজাহান খান। আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আতাউর রহমান ঢালী। স্বাগত আপনাদের দু'জনকেই তৃতীয় মাত্রায়। মিস্টার শাজাহান খান একটু শুরুতেই শুনতে চাইবো দেশের কোভিড পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার উপলব্ধি বা ধারণা কি? কোথায় আছি দাড়িয়ে? আমরা কোথায় যাচ্ছি?

শাজাহান খানঃ আপনাকে ধন্যবাদ এবং যারা আজকের এই আলোচনা শুনছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ২০১৯ সালে যখন করোনা শুরু হয় সারা বিশ্বব্যাপী এবং আমাদের দেশে করোনা শুরু হয়েছে ২০২০ সালের ৮ মার্চ থেকে। এবং তার পর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় লকডাউন সরকার ঘোষণা করেছেন এবং সরকার স্বাস্থ্যবিধি ঘোষণা করেছেন সবাইকে সচেতন করার জন্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছেন। স্কুল কলেজ গুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো বিভিন্ন হাট-বাজার, শপিং মল, যানবাহন সবই। বিভিন্ন সময় সময় সবকিছুই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এবং ২০২১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত করোনার যে সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হার যে পর্যায়ে ছিলো ২১ সালে সে তার চেয়ে বেশি হলো। এবং সেখানে আমরা সর্বোচ্চ দেখলাম মৃত্যু ১১২জনের মতো সর্বোচ্চ উঠেছিলো। ২৫০০ এর মতো আমাদের সংক্রমণ আছে। এই অবস্থায় সরকার বসে নেই তারা বিভিন্ন প্রচেষ্টার করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও মানুষকে সচেতন করে তুলেছেন। মাস্ক পড়ার জন্য, স্বাস্থ্য বিধি মানার জন্য এবং হাত ধোয়া ইত্যাদি এগুলোর থেকে মোটামুটি মানুষ যে সচেতন হয়নি জানা। কিন্তু আমের মানুষ বা শহরের মানুষ যদি আমরা দেখি তাহলে মাস এখনো অনেক মানুষ পড়ে না। আমরা বিভিন্ন জায়গায় শহরে-গ্রামে হাট-বাজারে মাইকিং করেছি। মানুষ দোকানপাটে বসে বসে গল্প করছে দোকানপাটও রাত্রে বেলায় বন্ধ করে দেওয়া হলো। এখানে লক্ষ্য করা গিয়েছে মানুষের সচেতনতার চেষ্টা করেও মানুষকে সচেতন করা যায় নাই। সুতরাং সংক্রমণ বাড়তির দিকে। যে আশঙ্কাটা শুধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নয় আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞরাও করেছিলো যে ভারতের ভাইরাস টা যদি আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ করে তাহলে পরিস্থিতি কি দাঁড়াতে পারে? অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু বর্ডারগুলো বন্ধ করা হলো। তারপরও বর্ডার এলাকা গুলো দিয়ে কিন্তু রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বিভিন্ন বর্ডার এলাকাগুলোতেই সংক্রমণটা বেশি। এটি আমাদের এদিকে যে আসবে না তা নয়। ঢাকা কিংবা বাংলাদেশের সব প্রান্তে এটি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন আমরা গোপালগঞ্জে লক্ষ করেছি সেখানে যে হিন্দু এলাকাটা রয়েছে সেখানেও এই ভারতের ভাইরাসটা পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশেরও বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। এটা বিকল্প হিসাবে আপাতত আমাদের যে কাজ যত বেশি আমরা সচেতন হবো মানুষের

সংস্পর্শের কাছ থেকে দূরে থাকবো যত মাস্ক ব্যবহার করব এবং যত সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখব ততই আমরা এই সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবো। আর আপনি যেটা বললেন যে ২৫ লাখো মানুষকে করোনার টিকা দেবে তাতে ৮ বছর লাগবে এটা যেমন সত্য এখন যারা ৪০ বছরের নিচে তাদের সংক্রমণে হাতটা তেমন বেশি নয় তাদের মধ্যে যে রেজিস্ট্যান্স পাওয়ারটা সেটা তাদের মধ্যে আছে। আর সংক্রমণ হওয়ার যে আশঙ্কা সেটা একেবারে পুরিয়ে দেওয়া যাবে না তাদেরও হতে পারে। কিন্তু যারা বৃদ্ধ এবং কর্মের ভেতরে আছে তারা এখনও সেরকম আক্রান্ত হয়নি। লক্ষণীয় বিষয় হলো এই ঢাকার বস্তি এলাকা, গার্মেন্টস, গ্রাম এলাকা সেই সব জায়গায় সংক্রমণের হারটা আমরা ওরকম লক্ষ্য করি অর্পণ না। কিন্তু ঢাকার বস্তি এলাকায় যারা রিক্সা চালায় কজনকে আমরা দেখতে পাই যে তারা আক্রান্ত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হন আমরা যারা শারীরিক কাজ করি না। তারাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে। যারা দেশের মধ্যে থাকে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। যাদের ডেভলপ পাওয়ারটা থাকে আমাদের শারীরিক ব্যায়ামটা সেটাও আমরা করি না। দেখবেন যে ঘরের মধ্যে ট্রেডমিলেও আমরা হাটি না। এরাই সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত হচ্ছে। সুতরাং মিনিমাম আরও একটা বছর কারণ বিশ্বে এ পর্যন্ত যত মহামারী এসেছে কোন মহামারীই তিন বছরের নিচে যায় নাই। হয়তো আশঙ্কা আরও একটা বছর আমাদেরকে এই করোনা মোকাবেলা করতে হবে। এবং এর মধ্যে আমাদের যতটা টিকা দেওয়া সম্ভব তা দেওয়া হবে। তো আমি সবাইকে আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যারা সচেতন হোন নেই তারা যেন একটু সচেতন হয়। সবাইকে মাস্ক পড়তে হবে সবাইকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং এই মহামারী থেকে আপনি বাচন আমাদেরকে বাঁচান এবং সবাইকে বাচান।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার আতাউর রহমান ঢালী। বাংলাদেশ যথাযথভাবে কোভিডকে অ্যাড্রেস করতে পারছে?

আতাউর রহমান ঢালীঃ ধন্যবাদ আপনাকে। ধন্যবাদ বিজ্ঞ শাহজাহান ভাই আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য বক্তব্য রেখেছেন। আমার সামনে যারা রয়েছেন সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শোনার জন্য। গেলোপের গতবছরের যে জরিপ সেটাই গেলোপপুলে ১১৭টি উন্নয়নশীল দেশে এই যে মহামারীর যে একটা প্রভাব এটা কি হতে পারে এটা একটা পেলোপপুল তারা করেছে। এবং বলছে যে এই সমস্ত প্রভাবে অর্ধেক শ্রমশক্তির চাকরি হারাবে এটা যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে শাহজাহান ভাই বলছে ৩-৪ বছর এটা এখনো কেউ নিশ্চিত নয়। কাজেই এটা বিশাল মহামারী। এখন আসেন আমাদের প্রথম যে ধাক্কাটা গেল হ্যাঁ আমি বলব প্রথম ধাক্কায় আমরা আল্লাহর রহমতে উতরে গেছি। আমার কাছে মনে হয় দ্বিতীয়

থাকার জন্য আমরা বা আমাদের সরকার কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। এবং এই দ্বিতীয় ধাক্কা সাথে সাথে ডেল্টা যেটাকে ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্ট বলে ইন্ডিয়ানরা ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্ট বলতে চায় না ওরা চাই আমরা ডেল্টা বলি। এই ২২টির ভেতরে ৮টি বর্ডার এলাকা নয় ১৪টি হলো বর্ডার এলাকা। তো এটা ভাবার কোন কারন নাই যে এটা শুধু বর্ডারে লেখাতেই থাকবে যেটা শাহজাহান ভাই বলেছেন। ২০১৭-২০২২ সাল পর্যন্ত আমাদের এডিবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থলবন্দর গুলোকে স্বার্থ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অনুযায়ী করার জন্য যে টাকা দিয়েছিল তা এখনও পর্যন্ত শুরুই করতে পারেনি। এইযে ব্যর্থতা এডিবি টাকা দিয়েছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টাকা দিয়েছে তারপরে আমাদের বর্ডার টা ল্যান্ড বর্ডার গুলো স্বাস্থ্যসম্মত করার জন্য ২০০৫ সালে আন্তর্জাতিক হেলথ রেগুলেশন পর্বের যে প্যাসেঞ্জারদের জন্য এর আগেও টাকা দিয়েছে। তাহলে আমরা এই টাকাগুলো যদি প্রপার ইউটিলাইজ করতাম। এই যে অদক্ষতা এর দায় কে দেবে তাহলে হয়ত আমরা ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্ট কে আটকে দিতে পারতাম। হ্যাঁ সরকার বর্ডার বন্ধ করেছে উদ্যোগ নিয়েছে কিন্তু উদ্যোগ নিলেই তো সব শেষ না। এই জিনিসগুলো কে যদি আমরা প্রপারলি আগেই অ্যাড্রেস করতাম এটা বলতে গেলে অবশ্যই শাহজাহান ভাই আমার সাথে একমত হবেন যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তাদের ব্যর্থতার কোন সীমা নেই। অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেই। সেদিন আমাদের অর্থসচিব একটা জিনিস বলেছেন টাকার আমাদের কোন অভাব নাই টাকা আমরা দিচ্ছি কিন্তু ওরা সঠিকভাবে খরচ করতে পারে না। তাহলে আমাদের এড্রেস করতে হবে কোন জায়গা। আমাদের যে মাধ্যম যে রাষ্ট্র তন্ত্র আমরা যতই মানবিক আবেদন করি মানবিক আবেদনে আসলে কতটুকু কাজ হবে সেটা আমরা জানি না। এর আগেও ৪, ৫, ৮ বছর পর্যন্ত মহামারী লেঞ্জার করার ইতিহাস জার্মানিতে আছে। এখনো সময় শেষ হয়ে যায় নাই এখনো সময় আছে আমরা যদি এখনো এই জায়গা গুলো সঠিকভাবে এড্রেস না করি তাহলে ভয়াবহ রূপ নেবে। সেখান থেকে আমরা ফিরে আসতে পারবো না এটা আমাদের বিশ্বাস।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার শাহজাহান খান।

শাহজাহান খানঃ বিএনপির সমস্যা হলো কি সব জায়গায় ব্যর্থতা দেখে সফলতা কখনো যদি জানতেন যে বলতেন এই জায়গায় সফলতা হয়েছে। দ্বিতীয় দফা সম্পর্কে মানুষকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আগেই বলেছেন। প্রথম ধাপের পরে দ্বিতীয় ধাপের কথা তিনি সবাইকে বলেছেন যে আমাদের উপরে আক্রমণ হতে পারে আঘাত আসবে আপনারা সেইভাবে সচেতন হোন। একইভাবে তৃতীয় ধাপের কথা আপনি আমি সবাই আশঙ্কা করছে ইন্ডিয়ান যে ভেরিয়েন্টটা এটা খুবই ভয়াবহ অবস্থা। ভারতের কি অবস্থা তারা লাশগুলো দাও করতে পারেনাই মাটি

চাপা দিতে পারে নাই নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে সেই লাশগুলো আমাদের দেশে নদীতে চলে আসছে। তাহলে ভারতের কি অবস্থা হল তাদের এত সম্পদ এত বড় একটা দেশ এতকিছু তার পরেও তারা এটির মোকাবেলা করতে পারেনি। আবার অনেকে দেখবেন পাসপোর্ট ছাড়া যাতায়াত করে তাদেরকে যে করেনটাইন এনেবেল বা তাদেরকে কিছু করবেন সেটা কিন্তু আপনার যেমন প্রথম যে করনা ধরা পড়লো সেটা কোথায় আমার জেলা মাদারীপুর। আর মার্চের যে ছেলে ধরা পরলো সে ইতালি থাকতো এবং ইতালি থেকে এসে করো না নিয়েই ফিরে এলো। এবং সে বাড়িতে থাকত তার শ্বশুর বয়স্ক ছিলো আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। এই প্রথমে মৃত্যুও আমার ওখানে। তারা বুঝতে পারে নাই। আবার অনেকে দেখা গেছে করনা হয়েছে শুনে ভয়ে পালিয়েছে এগুলোকে আপনি কি বলবেন এতকিছু দেখার সুযোগ কি সরকারের আছে। সরকার যেটা পারেনি সেটা অবশ্যই করবে। আপনি দেখেছেন এই করোনা সময় আমাদের পুলিশ আর মেয়ে দুইদলের নেতা-কর্মী তারা কিন্তু সবসময় মাঠে ছিলো এবং এখনো আছে। ধান কাটার সময় আমরা দেখেছি আমাদের ছাত্রলীগ কৃষকলীগ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা কৃষকদের কাছে ধান কাটার জন্য চলে গেছে। কারণ তখন ধান কাটার মানষই মানুষ পাই নাই। এবং বাংলাদেশের সর্বপ্রথম এই হারভেস্টার দিয়ে ধান কাটা শুরু করলো শেখ হাসিনা। আর আজকে এই হারভেস্টার দিয়ে ধান কেটে মানুষের গোলায় পৌঁছে দিচ্ছে ধান। আর এডিবির টাকা আছে টাকা থাকলে কিন্তু সব সময় সব কাজ করতে পারে না। আপনি জানেন এখনো আমরা টিকা কিনতে চাই কিন্তু এখনো অনেক মানুষকে টিকা দিতে পারছে না। আমাদের সাথে যে এগ্রিমেন্ট তাও অনেক ফুলফিল করতে পারছে না।

জিল্লুর রহমানঃ কিন্তু নজরটা একদিকে ছিলো বলে আপনি অনেক অভিযোগ করলেন যে আপনি যদি ইন্ডিয়া থেকে টিকার প্রথমেই দু'চারটে অপশন রাখতেন। মানে এক বাস্কেটে সব বল রাখলে যা হয় আর কি।

শাজাহান খানঃ এখনো আমাদের যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে এক্সটেনশন করেছেন আপনি শুনেছেন তিনি সব দেশেই এই টিকার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কয়েকটা দেশ ছাড়া এখনো পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম দেশে কর্নার সংক্রমণ টা কমে নাই। আপনি যেটা বলছেন আমরা যদি ভারত বাদ দেন ইউরোপেও যায় তারা এই ভারতীয় ভেরিয়েন্ট ভয়ভীত। শুধু ইউরোপ না এশিয়া ইউরোপ সব জায়গায় ভয় ভীত আছেন। আর আপনি যেটা বললেন আমাদের ২৬টি ল্যান্ড পোর্ট না ল্যান্ড পোর্ট আমাদের আছেই ১২টা। আমাদের দেশে মূলত শিক্ষিত ল্যান্ড পোর্ট আছে ১২টা। শেখ হাসিনা আসার পরে আমি যখন মন্ত্রী হই তখন আমি ১০ বছর মন্ত্রী থাকা অবস্থায় ১০ বছরে ১০টা ল্যান্ড পোর্ট আমি উদ্ভাবন করছি এর আগে মাত্র

২টা ছিলো। অর্থাৎ একটা ছিল বেনাপোল আরেকটা সাত মসজিদ। কিন্তু আপনি এখন যদি বেনাপোল চান তাহলে আপনি দেখবেন বেনাপোল আসে আগের বেনাপোল নাই। বেনাপোলে যাত্রীরা এখন কত আরামে যেতে পারছে তাদের গাড়ি বিল্ডিং এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে সেখান থেকেই তাদের ইমিগ্রেশন হচ্ছে আগের মতো তাদের ২ কিলোমিটার হেঁটে আসতে হয় না। তো এরকম কাজ গুলো হয়েছে। ঐ যে কথায় আছে টাকা হলে বাঘের চোখও মেলে। একটা কথা আছে মিলবে সব সময় বাঘের চোখ মিলবে না। এখন আমাদের এই টাকা দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন কাজগুলো করেছেন বিভিন্ন প্রণোদনা গিয়েছেন ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা দিয়েছেন কর্মহীন মানুষ যারা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন তাদের কে অনুদান দিয়েছেন। আমি কর্মজীবী মানুষদেরকে নিয়ে কাজ করি আমি মোবাইলেও দেখাতে পারব না পাঠায়ে দিচ্ছি এই শ্রমিক ওই শ্রমিক তাদেরকে চেক করে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কথা আমি বলতে চাই তাদের যেটা করতে হবে জনবল বৃদ্ধি তারপর দক্ষ জনবল এটা কিন্তু আজকের অভাব নয় বহুবছর আগে থেকে আপনার যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখনো অভাব ছিলো। আমি যখন মন্ত্রী হোই ২০০৯ সালে তখন দেখেছি আমার মন্ত্রণালয় ২৪ হাজার পদের মধ্যে ৮ হাজার পদ শূন্য ছিলো। আমি প্রায় ৪-৫ হাজার মানুষকে আমার এই ১০ বছরের ভেতরে যাকে দিয়েছি। এবং চাকরির প্রক্রিয়া অনেক প্রলম্বিত আপনি নিজেও জানেন। বিভিন্ন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অর্থমন্ত্রণালয় যে অনুমোদন সেগুলো করেই এই চাকরি দিতে হয়। আমরা সে প্রক্রিয়ায় চাকরি দিয়েছি। তবে একবারে সব প্রক্রিয়ায় সৎকাজে যে কোন মানুষ সফল হবে তাহলে তো সে ফেরেশতা হয়ে যাবে। আমাদের আজকে ব্যর্থতা সফলতা সবই আছে আছে বলেই বাংলাদেশ আজকে এত এগিয়ে গিয়েছে। আজকে বাংলাদেশের নিজের টাকায় পদ্মা সেতু আমরা করছি আপনারা বলেছিলেন যে হবেনা কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বদৌলতে। এখন বাংলাদেশে আমাদের ৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। আর আপনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন আমরা যখন শেষবার ক্ষমতায় আসি তখন ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রিজার্ভ ছিলো। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা। আর আমি তো চট্টগ্রাম পোর্ট এর মধ্যে ছিলাম আপনাদের সময় যে চট্টগ্রাম পোর্ট এর অবস্থান ছিল বিশ্বে ৯৮ প্রায় ৫০০০ বন্দরের ১০০ বন্দর যে তারা র‍্যাংকে নিয়ে এলো সেখানে আমাদের অবস্থান ছিলো হলো ৯৮ নাম্বারে। আর আমি রেখে এসেছিলাম ৭১ নাম্বারে। আর এখন চলে আসছে ৫৮ নাম্বারে। আর সারা বিশ্বের মধ্যে আমাদের যেগুলো অবস্থাটা সেরা কিন্তু আমরা রেখেছি। আর এখানে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন পেট্রোল দিয়ে গাড়ি পুড়িয়েছেন মানুষ পুড়িয়েছেন সেটা তো ভিন্ন এটা আমি এখানে আর বেশি বলতে চাই না। আমি এখন বলতে চাচ্ছি যে আমাদের কোরোনা

কে মোকাবেলা করতে হলে আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিস হলো আমরা সবাই একমত এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করা এবং দ্বিতীয় যেটা বলছেন মানুষকে আরো বেশি শক্তিশালী করা। এটা আমি আপনাদের সাথে দ্বিমত করবো না মানুষকে আরও শক্তিশালী করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে যথেষ্ট নিজেই মনিটর করছেন। এবং স্বাস্থ্য খাত আগের থেকে অনেকটা এগিয়ে গেছে এবং কিছুটা লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেটা এই কোরোনা টেস্ট এর ব্যাপারে আপনারা জানেন এই কোরোনা টেস্ট নিয়ে আমার মেয়ে এয়ারপোর্টে কি বড় একটা বেদীকস্ত্রী কান্ড হয়ে গেল। আমার মেয়ে রাত্রে কোরোনা টেস্টের জন্য ব্লাড দিয়ে আসছে এবং সে রিপোর্ট পেয়েছে সন্ধ্যার সময়। সকালবেলা আমাদের ফ্লাইট রিপোর্টে নেগেটিভ আসলো এবং আমাদের হাতে সেই নেগেটিভ কাগজটা ছিলো। এবং পরে দেখা গেল এটা পজিটিভ এই রিপোর্টটা দিলো গভীর রাত্রে। এটা আমাদের দেখার কথা না তারপর আমি নিয়ে এলাম। এবং আমাদের সাংবাদিকদের যে কি অবস্থা হলো এবং সেখানে আপনি জানেন এই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে একজন ডাইরেক্টর সে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হইছে। আর কিছু সাংবাদিক তার ক্ষমা চাওয়ার পরেও এই বিষয়টা নিয়ে উল্টাপাল্টা করল এবং আমি খুব সিরিয়াসলি এ বিষয়টা জানার চেষ্টা করলাম। তারপর আমাকে সিআরডি এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলল স্যার শতকরাই ৩০% এর মত এই সমস্যাটা হয়। হঠাৎ একুরেট যে রিপোর্টটা সেটাতে প্রবলেম হতে পারে ৩০%. তারপরে আমি আমার মেয়েকে চার জায়গাই টেস্ট করেছি এবং সব জায়গায় নেগেটিভ। সুতরাং স্বাস্থ্যব্যবস্থা কে যদি আমাদের উন্নত করতে হয় তাহলে এটা তো আমাদের অনুকূলে না এখানে বসে বসে যদি আমরা ভাবি উন্নত করতে হবে তাহলে তো হয়ে যাবে না। যে দুর্বলতাগুলো আছে এটাতো আমি মনে করি এটাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কে নিজেদের আরও শক্তিশালী হতে হবে।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার আতাউর রহমান ঢালী।

আতাউর রহমান ঢালীঃ তোমার সাথে আমি যুক্ত করে বলি যেটা আইএমইডি তারা তিনটা মন্ত্রনালয় যে রিপোর্ট দিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয় ১১ মাসে কাজ হয়েছে মাত্র ৪২ শতাংশ। আমি এভারেজ বলছি শুধু খাদ্য বা স্বাস্থ্যে না এভারেজ ১১ মাসে কাজ হয়েছে ৪২ শতাংশ এডিবির। এনোল ডেভলপমেন্ট প্রয়োজন যুবক্রীড়া মন্ত্রণালয় রয়েছে ৩৩% আর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হইছে ৪৩%. এটা আইএমইডির রিপোর্ট। এই যে শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই যে এটা আমাদের অর্থসচিব বললেন যে আমাদের কোন বরাদ্দকৃত টাকা হইচে ব্যয় করতে না পারাটা এইযে ব্যর্থতা অদক্ষতা এবং এর পেছনে দুর্নীতিও আছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তো দুর্নীতি

নিয়েও এটা বলেও শেষ করতে পারবেন না আপনি নিজে বলে এটা দুর্নীতিই বলবো আপনার মেয়ের সাথে যেটা করেছে এটা তো চরম একটা অন্যায় কাজ করেছে। তারপরে ক্ষমা চাইলেই তো সব শেষ হয় না আপনার যে সম্মান এর উপরে যে আঘাত এসেছে তাদেরকে উচিত ছিল দৃষ্টান্ত কারী পানিশমেন্ট দেওয়ার। আজকে দেখেন যে রোজিনা ইসলামের সাথে যে ঘটনা ঘটলো এই ঘটনা ঘটার পরে রোজিনা ইসলামকে জবাবদিহি করতে হলো তাকে পাসপোর্ট জমা দিয়ে বের করতে হইলো। একজন মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা যাদের বিরুদ্ধে সত্য মিথ্যা জানি না যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতিও অভিযোগ এসেছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা এই পর্যন্ত সরকার নেয়নি। তাহলে সরকার জন বান্ধব আমলা বান্ধব। এটার সাথে আমি একটা যুক্ত করি আপনি তো মাননীয় সংসদ। এইযে করানোর সময় যে সমস্ত আপনার কনস্টিটিউন্সি আছে যে সমস্ত এলাকায় আপনার সরকারি ধরনের ত্রাণ এবং যায়। সেখানে কোন জনপ্রতিনিধিকে যুক্ত করা হয়নি। এটা দুর্ভাগ্যজনক। কেন করা হয়নি এটা আমি জানি না? অথচ আমাদের সংবিধানে আছে যে জনগণ সকল ক্ষমতার মালিক। আর জনগণের এই ক্ষমতার প্রয়োগ করা হবে কারবার চিত্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে। এখানে সংবিধানকে লংঘন করা হচ্ছে। এইযে কেন করছে না হয়তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার জনপ্রতিনিধিদের কে বিশ্বাস করেন না অথবা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মনে করেন না উনারা নির্বাচিত দুইটার একটা। না হলে করতেন এখানে এই যে আমার সংক্রমকের এখন কিন্তু আপনার ন্যাশনাল এভারেজ হচ্ছে ১৩ কিন্তু এই যে ২২ টা জেলায় শাজাহান ভাই সংক্রমনের রেট হয়েছে এটা ২০ অ্যাজ অফ টুডে। এটা সাংঘাতিক এটার জন্য বাজেটেও যেতে হয় আমার বাজেটের যে বরাদ্দ গতবছর টোটাল বাজেট বলা হয়েছিলো ৫.১%। এবছর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট হয়েছে ৫.৪% টোটাল বাজেট এর। এই যে শুভঙ্করের ফাঁকিটা ৫.১ আর হচ্ছে ৫.৪, ৫.১ এর সাথে যদি আপনি ইনফ্লেশনও অ্যাড করেন আপনি এই এক বছরে যদি কিন্তু ইনফ্লেশন অ্যাড করেন তাহলে কি দাঁড়ায়? কই ৫.১ ই দাঁড়াই আসলে করোনাকে সরকার খুব সিরিয়াসই নিয়েছেন। এটা বলা যাবে না। আসলে এই করোনার সময় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় উনি ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ থোক বরাদ্দ ভালো কথা। পরিকল্পনাহীন যে কোনো বরাদ্দ আপনার দুর্নীতি হতে বাধ্য। সেখানে কোথাও আপনার বাজেটের কোথাও সুনির্দিষ্টভাবে নেই এই ১০ হাজার কোটি টাকা কোথায় কিভাবে কোন পারপাসে খরচা হয়েছে। এডিবির টাকা আমি যেভাবে তিনটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জন্য যে এডিবির টাকা দেওয়া হয়েছিলো ৩০০ কত কোটি টাকা? এর ৮০% অলরেডি খরচ হয়েছে প্রশিক্ষণে। এইভাবে যদি সুনির্দিষ্ট কোরাম না থাকে যে এই টাকা কোথায় কিভাবে খরচা হবে? আপনার স্বাস্থ্যের এই কোরোনার ভেরিয়েন্টকে সেভ করবার জন্য আপনার প্রাইরোটিজ এলাকাগুলো কোনটা এটাতো ঠিক করা

নাই। তাহলে আমি কি ধরে নিতে পারবো যে সরকার এই কোরোনার ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেয় নাই। যদি নিতে নেই তাহলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আপনার ইন্ডিয়া আমরা ইন্ডিয়া, আফগানিস্থান, পাকিস্থান পড়েন মালদ্বীপ ধরেন ভুটান ধরেন আপনারা আওয়ামী লীগ গর্ব করে বলেন যে পার ক্রেডিটে আপনাদের ইনকাম ২২২৭হয়ে গেছে। যাদের থেকে আমাদের পারকভিটা ইনকাম বেশি। তাদের থেকে কম আমাদের বরাদ্দ হয় কিভাবে? তাহলে এই গর্ভ কোথায় যাবে? আপনি দেখেন যে ম্যাডাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সোশ্যাল নেট ৫১৪ লক্ষ্য ৫০০ করে দিয়েছে। আপনার যদি ২২২৭ কোটি টাকা পারকভিটা ইনকাম হয় তাহলে পারকভিটা মানুষের মাসে আয় ১৬ হাজার টাকা হয়। তো বাদ দিলাম আমাদের অর্থনীতিবিদরা যে হিসাব করছে খানা হিসাব যে খানা হিসাবে আমাদের বাংলাদেশে একজনের পিছনে ১৮৩৬ টাকা খরচ হতে পারে। যেখানে ইন্ডিয়া আমাদের থেকে পারকভিটা কম সেখানে ইন্ডিয়া দিচ্ছে এই সোশ্যাল নেটে ১২০০ রুপি। পাকিস্তান আমাদের চেয়ে কত নিচে সেই পাকিস্তান দিচ্ছে ১ হাজার টাকা। আমরা দিচ্ছি মাত্র ৫০০ টাকা আমাদের পারকভিটা ইনকাম এদের চাইতে অনেক বেশি। আপনি যেটা বললেন শাহজাহান ভাই আপনি নিশ্চয়ই বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ শরীরের সমস্ত রক্ত যদি একবারে মুখে চলে আসে মানুষটাকে ফর্সা দেখা যায়। কিন্তু ওটাকে কিন্তু সুস্থ বলা যায় না আপনি এখন যেটা বলছেন যে আমাদের কিন্তু রিজার্ভ অনেক বেশি। এই রিজার্ভে সেটা কিন্তু অর্থনৈতিক সুস্থতা নয়। এটা কোনো ইকোনমিকস এটা বলবে না আবার কম থাকাটাও সুস্থতা নয়। একেবারে তলানিতে নিয়ে আসাটাও আমি একমত নই। অর্থাৎ আজকে দেখেন ব্যবসা ব্যাংকে আপনার আমানত বেড়ে গেছে। তারল্য এতই বাড়ছে কারন ইনভেস্ট করা হচ্ছে না ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছেনা ইনভেস্টমেন্ট না হলে আপনি কিভাবে দাবি করেন। হ্যাঁ আপনারা অনেক বড় বড় প্রজেক্ট করেছেন আপনারা পদ্মা ব্রিজ করেছেন হ্যাঁ আপনারা কিন্তু নিজস্ব অর্থায়নে করেননি সেখানে চায়নার ১৮ হাজার কোটি টাকা আছে। হ্যাঁ আমরা পত্রপত্রিকায় যা দেখেছি। তার পরেও আমি সাধুবাদ জানাবো কারণ আপনারা করেছেন এটা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য যদিও অনেক দেরিতে এবং অনেক বেশি টাকা খরচ করে এই মেগা প্রজেক্ট কিন্তু শুধুমাত্র একটা মেগা প্রজেক্ট অর্থনীতির কিন্তু ই খুলতে পারে না। এই বাজেটে দশটা মেগা প্রজেক্ট আছে কিন্তু বেসিক আমাদের দেখেন এস আলম গ্রুপের ৩১০০ কোটি টাকা আপনি মওকুফ করে দিলেন। আপনি তো সাধারণ মানুষের জন্য সারা জীবন সোবাস্তেরর জন্য একটা সময় রাজনীতি করছেন আমিও করছি। দেখেন ৫৮২ কোটি টাকা ১ লক্ষ্য ৮০ হাজার কৃষকের সার্টিফিকেট মামলা। ৫৮২ কোটি টাকা এর জন্য মামলা হয়েছে ১ লক্ষ্য ৮২ হাজার কৃষকের আপনি কি স্বদেশ বান্ধব বলে। সময় হয়েছে দেখেন গতবছর কৃষক কিন্তু ক্ষেতের ভিতর ধান জ্বালিয়ে দিয়েছে। এর আগের বার

পাঠ জালাইছে কারণটা কি কারণ নেজ্য মূল্য পাচ্ছে না। এই ফরিয়াত তন্ত্র কারা ফরিয়াত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখি যে আওয়ামী লীগের নেতারায় বিভিন্ন জায়গায় পাট কেনাবেচার সাথে জড়িত আমরা জানি না? কিন্তু এদের জন্য তদন্তও হয়নি। তো এই যে বিষয়গুলো আজকে শাহজান ভাই অবশ্যই দেশ আগাইছে আমি বলবো না দেশ পিছায়ছে। কিন্তু আবার আমরা দুর্নীতিতে ও আগাইছে অর্থমন্ত্রী দুর্ভাগ্য অর্থমন্ত্রী চিনেনা কারা মানিলন্ডারিং কারা করেছে? অর্থমন্ত্রীর নাম জানেন না অথচ সারা দেশের সবার মুখেই এখন পিকে হালদার এর নাম অথচ উনি জানেন না। পিকে হালদার এর আমার মনে হয় একটা বাচ্চার মুখে ও আমাদের দেশে আসে। এবং আর একজন যে আওয়ামী লীগের সংসদ মানে এই নির্বাচনে ছিলো জাতীয় পার্টি থেকে গেছে শহিদুল ইসলাম তার যে মানি লন্ডারিং সে যে দুর্নীতি করেছে অথচ অর্থমন্ত্রী চেনেন না। অথচ হাইকো দুদককে চিঠি দিয়েছে যে তারা কাদের বিদেশে বাড়ি আসতে কাদের বিদেশে অর্থ আছে তাদের লিস্ট করে দুদককে পাঠানোর জন্য কিন্তু এখনো দুদক এটা পারে নাই। আমেরিকার ইউএস যে স্টেট ডিপার্টমেন্ট যে রিপোর্টটা দিয়েছে যে বাংলাদেশের ১৩ হাজার কোটি টাকা অবৈধভাবে বিদেশে ইনভেস্টমেন্ট আছে। অথচ বাংলাদেশ সরকারের পারমিশন নিয়া স্টেট ব্যাংকের পারমিশন নেওয়ার ইনভেস্টমেন্ট আছে ৯টা সংস্থাকে দিছে ৩০০ কত কোটি ৩৫৪-৩৫৫ কোটি টাকা। আর স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলছে যে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ১৯ টানা ১০ বছরের প্রতিবছর ৬৪ হাজার কোটি টাকা মানি লন্ডারিং করেছে। এই যে জিনিসগুলো শাহজান ভাই এই টাকাগুলো যদি আমাদের অর্থনীতিতে থাকতো তাহলে হয়তো আপনারা যেটা দাবি করছেন আরো হতো। উন্নতিটা কিন্তু শাহজাহান ভাই আপনি স্বীকার করবেন সমউন্নয়ন না হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিন্তু বলা যায় না। আর আপনাকে যদি ইনভেস্টমেন্ট আপনাকে দেখতে হবে পড়েন এফডিআই কত আসছে? আসে নাই গত তিন চার বছরের ই দেখেন আসে নাই। আসে নাই ওই পরিমাণ এফডিআর আসা দরকার ওই পরিমাণ আসে নাই। আপনি একজন শ্রমিক নেতা আপনি সারা জীবন করছেন তো আপনার একটা কারিশমা আছে। সেই কারিশমা টা কি সারা পৃথিবীতে আমরা যখন সমাজতন্ত্র রাজনীতি করতাম আমরা জানতাম শ্রমিক একশ্রেণীর মালিক একশ্রেণীর শ্রমিকের স্বার্থ আর মালিকের স্বার্থ এক হয় না। আপনার কারিশমা একটাই বাংলাদেশ দেখি আপনি শ্রমিকের স্বার্থ আর মালিকের স্বার্থ এক করে দিছেন।

জিল্লুর রহমানঃ জি মিস্টার শাহজাহান খান।

শাহজাহান খানঃ যে আপনাকে ধন্যবাদ। আমার সৌভাগ্য যে আমি ছাত্র রাজনীতির পরেই আমি শ্রমিক রাজনীতিতে ঢুকি এবং আপনি অনুমান করতে পারবেন কিনা আমি জানিনা আমার শ্রমিক রাজনীতি বয়স কত?

আতাউর রহমান ঢালীঃ জানি

শাহজাহান খানঃ ৫০ বছর।

আতাউর রহমান ঢালীঃ আই নো।

শাহজাহান খানঃ এই ৫০ বছর শ্রমিক রাজনীতিতে আমি একটা জিনিস উপলব্ধি করেছি সেটা কিন্তু শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা খুবই কঠিন কাজ। আমি কিন্তু বাংলাদেশে একটা দৃষ্টান্ত কাজ করেছিলাম যে সড়ক পরিবহন সেক্টরে একসময় বিপ্লবী শ্রমিক ফেডারেশন ছিলো ট্রাক শ্রমিক ফেডারেশন ছিলো জাতীয় সুপারায়জম ছিলো সড়ক পরিবহনের আমরা তো তাও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন আমি বাংলাদেশের এই চারটি ফেডারেশনকে একটা তারে এনে এক করে এবং একটা তারে এনে এখন একটাই যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন এর পতাকাতলে সমন্বিত। আগে যেও শৃঙ্খলা বা যে যে অবস্থা ছিলো সড়ক পরিবহনের যে বিশৃঙ্খলা সেটা এখন আর নেই আমি কিন্তু এটা মোটামুটি একটা অবস্থানে নিয়ে আসতে পারছি । এবং আপনি যেটা বলেছেন সঠিক বলেছেন। এখন মালিক-শ্রমিকদেরকে এক জায়গায় নিয়ে আসা এটার উদ্দেশ্য কি আপনি যদি শিল্পের মালিক হোন আপনি শ্রমিকদের মজুরি সুযোগ-সুবিধা আইনগতভাবে যা পাওয়ার সেটা দিলেন না তখন যে অসন্তোষ টা হবে শ্রমিকদের মধ্যে সেই শ্রমিকরা তখন কিন্তু আপনার কাজ বন্ধ করে দেবে স্ট্রাইক করবে আন্দোলন করবে। কি করতে হবে আপনারও ওই জায়গাটায় আসতে হবে যে আপনারা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি টা দেবেন আর শ্রমিকদেরও এই জায়গাটা আসতে হবে যে তারা ন্যায্যমূল্যের পেয়ে অকারণে ধর্মঘটও করবে না। দেবো একটা বিশৃংখলার সৃষ্টি করবে না। কথাই কথাই কারখানা বন্ধ করবে না। এই পরিস্থিতি কিন্তু ছিলো আপনি নিজে জানেন ২০১৩ সাল। ২০১৩ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে নির্দেশ দিলেন যে আমার বিশ্বাস আপনি পারবেন আপনি সবাইকে নিয়ে বসেন। আমি কিন্তু একটা রিপোর্ট আছে রিপোর্ট এখন তো আমার সামনেই আমি তৈরী করেছিলাম গার্মেন্টস শ্রমিকদের সমস্যা টা কি সুযোগ-সুবিধাটা কি? সরকারের দায়িত্ব টা কি সমাধানের রাস্তা টা কি? মালিকদের কি সুবিধা অসুবিধা সেটার দায়িত্ব কি সমাধানটা কি? তিনটা কে একত্রিত করে সমন্বিত করে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দুইটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। একটা হলো

যে শ্রমিকরা মজুরি পায় না ঠিকমতো। আর ১৯৮৪ সালে মজুরি ছিলো ৫৭০ টাকা। ১০ বছর পরে সেই মসজিদে এসে দাঁড়ালো ৯৩০ টাকা। তার ১২ বছর পরে এসে দাঁড়ালো ১৬৬২ টাকা। এখন আপনি চিন্তা করেন বৃদ্ধির হারটা এর পরে আসেন ২০০৬ সালে যখন ১৬৬২ টাকা করা হলো এরপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালে ক্ষমতায় এসে সেটাকে ৩ হাজার টাকা করে দিলেন। আর তার তিন বছর পরে ৩০১৩ সালে এসে উনি সেটাকে ৫০০০ টাকা করে দিলেন। তার পাঁচ বছর পরে এসে উনি করে দিলেন ৮ হাজার টাকা। তাহলে কি দাঁড়ালো ১২ বছরে বৃদ্ধির হার ৯৩০ থেকে ১৬৬২ টাকা আর শেখ হাসিনা ১৬৬২ থেকে ৮ হাজার টাকা। আজকে তো কই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি তো জ্বালাও-পোড়াও ভাঙচুর হয় না। এখনতো শ্রমিক অসন্তোষ ওই ভাবে হয় না। যে যেখানে মালিকরা মজুরি দিচ্ছেন না সেখানে আন্দোলন হচ্ছে এটা সত্যি। কিন্তু কোথাও কোন ভাঙচুর বা বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে না নাশকতা হচ্ছে না। যখন মালিক-শ্রমিক সবাইকে নিয়ে বসে সরকারি প্রতিনিধি নিয়ে বসে যখন একটা জায়গায় করলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন এই সিদ্ধান্তটা দিয়ে দিলেন পরিস্থিতি ঠান্ডা হয়ে গেল। এবার আসেন পরিবহনে এখন চারটা ফেডারেশনকে এক করলাম তাহলে মালিকদের কি হবে মালিকদের নিয়ে তখন আমি বসলাম যে মালিক-শ্রমিকদের এই সেক্টরে যদি কাজ করতে হয় তাদের মধ্যে একটা ইউনিটি দরকার। কি ইউনিটি কি এটা কিন্তু মালিকদের সঙ্গে শিল্প বিরোধ থাকবেই শ্রমিকদের এটা যে কোন শিল্পেি শিল্প বিরোধ থাকবে মালিক আর শ্রমিকের। এখানে দায়িত্বটা হলো মালিক-শ্রমিকের উভয়েরই মালিক-শ্রমিকদের একটি গ্রহণযোগ্য অবস্থায় নিতে পারার জন্য এটা আমি করতে পেরেছি আমি মনে করি আল্লাহর রহমতে এটা আমার একটা জীবনের বিরাট প্রচেষ্টা ছিলো এই ৫০ বছরে আজকে যদি আমি কথা বলি তাহলে আপনি মনে করবেন আমি বেশি বলছি কিন্তু তা নয়। আমি যখন ১৯৭২ সালে সড়ক পরিবহন এই জায়গায় ঢুকি তখনই আমি চিন্তা করেছিলাম শ্রমিকদের এক জায়গায় আনতে হবে। আল্লাহর অশেষ রহমত বহু চেষ্টা করে আমি সেটা করতে পেয়েছি। অনেক কথা আপনি বলেছেন সব কথার জবাব দেবো না আইইউবিডি এর কথা এটা ঠিক ১১ মাসে ৪২% এটা কল্পনায় দক্ষ শ্রমের বিষয়। তারপরে আমাদের অনেক জায়গা থেকে কিন্তু ছাঁটাই হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত আমি অনুমান করতে পারব না তবে প্রচুর মানুষ কিন্তু চাকরি থেকে ব্যবসার থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে পরিস্থিতিগত কারণে। এটাকে যদি আমরা সরকারি ব্যর্থতা ধরি তাহলে ভুল হবে। সারা পৃথিবীতে বলা হয়েছে প্রায় ৩০ কোটি লোক তারা বেকার হন। বাংলাদেশ সেই হিসেবে গতবছরে একটা রিপোর্ট এসেছিলো প্রায় ৫ কোটি লোক বেকার হয়ে গেছে। কেন এই কোরোনার কারণে। সেটা পার্সেন্টেজ কাজের অনেক সমস্যা রয়েছে সেগুলো তে হয়তো হয়েছে। এখানে জনপ্রতিনিধি যুক্ত করা হয় নাই

আমাদের এই করোনাকালীন সময় মনিটরিং এর জন্য এটা আপনি ঠিকই বলেছেন। জনপ্রতিনিধি এখানে যুক্ত করা হয়নি এটা কিন্তু ঠিক না মূল দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেক্রেটারিদেরকে। আর আমাদেরকে করা হয়েছে জনপ্রতিনিধির উপদেষ্টা। আমি বলি আমাদেরকে করা হয়েছে উপদেষ্টা আমরা কিন্তু কমিউনিটির বাইরে না। আমাদের তো নানা কাজ থাকে। এবং আমি যে অফিসার দের ওপর বেশি প্রভাব খাটাতে পারব না তার চেয়েও বেশি প্রভাব খাটাবে ওই সেক্রেটারি। এবং এই সেক্রেটারি কিন্তু অনেক সময় সময় দিতে পারে আমরা অনেক সময় দিতে পারি না রাজনীতির কারণে। স্থানীয় বা অন্যান্য কারণে আমরা সময় দিতে পারি না সে কারণে হয়তো সেটা হয় না। তো এটাকে আপনি অন্যান্য সময়ে আপনাদের সময়ও আপনি মন্ত্রীদেরকে দিয়ে জেলার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন কিন্তু কোন মন্ত্রী নাই কিন্তু আমরা আছি আমরা কিন্তু ঐটার উপদেষ্টা হিসেবে নির্দেশ দিয়েছি আমরা সব এমপিরাই কিন্তু আমাদের পরামর্শ ছাড়া ডিসি কোন কাজ করে নাই। এই সিস্টেমটা উনি চালু করেছেন। তবে দুঃখজনক হলেও একটা বিষয় আমি যৌতুক আমি বাস্তব একটা ঘটনার সাক্ষী সেজন্য বলতে বাধ্য হচ্ছি রোজিনা একজন ভালো সাংবাদিক একজন প্রথম আলোর সিনিয়র সাংবাদিক শুধু প্রথম আলোর নয় একটা উল্লেখযোগ্য একজন সাংবাদিক। অবশ্যই তার প্রতি আমার একটা সম্মান শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই একই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম আমার মন্ত্রণালয়। রোজিনার স্বামী এবং সে মাঝে মাঝে আমার ওখানে যেত এবং আমি তাকে ব্যবসার জন্য বেশ চেষ্টা করেছি। কি হয়েছে না হয়েছে এটা আমি বলতে পারবো না কিন্তু এই রোজিনা একদিন আমার এপিএস এর রুমে কিছু ফাইল চাইলো হঠাৎ করে এপিএসকে আমি ডাকলাম তার সাথে কথা বলে যখন ছেড়ে দিলাম তখন গিয়ে দেখছি যে এই রোজিনা তার ব্যাগের মধ্যে ফাইল ডুকাচ্ছে এই অবস্থায় ধরে ফেলেছি তাঁকে। এটা আমাদের জিল্লুর একজন সাংবাদিক আমি জানিনা এটা কোন রীতিনীতির ব্যাপার বা এটা নৈতিকতার কোন ভিসা আছে কিনা উনারা বলতে পারবেন আমি জানি না আমি তো আমি তখন এটি নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করিনি এই জন্য যে একজন সম্মানিত লোক তাকে নিয়ে আমি কেন হেত করবো?

আতাউর রহমান ঢালীঃ আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করছেন এবারও তো সেভাবে হ্যান্ডেল করা যেত।

শাহজাহান খানঃ করতো সেটা তো ভিন্ন জিনিস কিন্তু সেটা তো আর মন্ত্রীর ওখানে না সেটা হয়ে গেছে এডিশনাল সেক্টরে সেটাতো এডিশনাল সেক্টরে আমার মন্ত্রীর সাথে তো এই ঘটনা ঘটে নাই। এবং দেখেন এনএসআই যখন এটা তদন্তের

জন্য আমার এপিএস এর বাসায় গেছেন গেল এবং এপিএসের একজন সিনিয়র রিপোর্টার তিনি আমার এপিএসকে ফোন দিয়েছেন এরকম একটা ঘটনা কি ঘটেছে। সে জিজ্ঞেস করবে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে আমরা শুনলাম এটা কি? সে বলেছে যা ঘটেছে তাই বলেছি আমি। তারপরে কিন্তু তারা এটা নিয়ে আর কোন কথিত করে নাই এটা বাস্তব। এটা অস্বীকার করা যাবে না। আমি ভদ্রতার কারণে কারণ এমনি আমি মানুষকে একটু সম্মান দেই এবং আমি হাসি হাসা আমার একটা দোষের কারণ অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে আমাকে সমালোচিত হতে হয় এটা হয়। আমি যেটা বলতে চাই আপনাকে কৃষকদের আপনি যেটা সার্টিফিকেট মামলা সংখ্যা দিয়েছেন আমি জানিনা আমি যদি জানতাম আমি ভালো উত্তর দিতে পারতাম। তবে একটা কথা বলি শেখ হাসিনার শাসন আমলে একই সাথে কথা বলি একটা সময় বা আপনাদের সময় বা আগে শুধু আপনাদের সময় না আরো আগে থেকে ব্যাংকের থেকে যখন কৃষি ঋণ নিতে যেত তখন ১০০০ টাকার জন্য ২০০-৩০০ টাকা ঘুষ দিতে হতো। এবং ওইখানে অনেক সার্টিফিকেট মামলা হয়েছে। এরশাদ সাহেবের সময় যখন এই সার্টিফিকেট মামলা নিয়ে আমাদের গ্রেপ্তার করা শুরু হলো তখন কিন্তু আমি মাদারীপুরে একটা বিশাল কৃষক আন্দোলন করেছিলাম এবং এরশাদ সাহেবকে আপনি মনে করে দেখবেন এরশাদ সাহেব ওখানেই ঘোষণা দিয়েছিলেন ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ মুক্ত। আমি এটা করতে বাধ্য করেছিলাম উনাদেরকে। এটা আমি বলতে চাই এখন শেখ হাসিনা কি করেছে? ভর্তুকির টাকা কিন্তু শেখ হাসিনা কারো হাতে দেন না। প্রত্যেক কৃষক কিন্তু এই যে কত লক্ষ আমার ঠিক মনে নাই কৃষকদেরকে ব্যাংকে ১০ টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়ে সরাসরি সেখানে টাকা চলে যাচ্ছে। এই যে এবার যে অনুদান তুলে দিলেন শ্রমজীবী মানুষকে কর্মহীন মানুষকে উনি কিন্তু এই টাকাগুলো কারো হাতে দেয় নাই সরাসরি বিকাশের মাধ্যমে এই টাকাগুলো চলে গেছে। এবং আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন একসময় কি হারে চেয়ারম্যান মেম্বার রা কি অনিয়মটা করতো। আজকে যদি আপনি হিসাব নেন আমি একেবারে হয় নাই এ কথা বলবো না যা হয়েছে আর আগের পার্সেন্টেজ এর সাথে। লোকাল আর আকাশ পাতাল পার্থক্য। তা ইনভেস্টমেন্ট যেটা হচ্ছে না এই অবস্থায় কে কোথায় ইনভেস্ট করবে বলেন তো আপনি? আপনি করবেন কোন জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট? এই মুহূর্তে আপনার এই টাকার ঝুঁকি আছে না?

জিল্লুর রহমানঃ জি আমি আসছি আপনার কাছে মিস্টার আতাউর রহমান ঢালী একবারে শেষ প্রান্তে জাস্ট ১.৫-২ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে। কিছু বলার থাকলে।

আতাউর রহমান ঢালীঃ আসলে যে কথাটা আপনারা সবাই শ্রমিকদের ব্যাপারে বলেছেন আর সড়ক পরিবহন কথাটা আপনি তো আমার থেকে এই লাইনে আসলে আমার কথা বলাটা আমাদের কাগজে-কলমে অভিজ্ঞতা আর আপনার বাস্তব অভিজ্ঞতা দুইটা আকাশ পাতাল। দেখেন ২০১৮ সালে যে বিল পাস হলো আজকে ২০২১ রুলস অফ প্রডিউস এর উপরে তো আপনি জানেন যে এখনো পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয় নাই। এই যে তিনটা বছর তারপরে ধরেন শ্রমিক-মালিকদের ৩৯ রিকমেন্ডেশনস সো ফিয়ার আই মিন ৩৪ রিকমেন্ডেশনস এখন এটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট এর অপেক্ষায় আছে। তাই না? আজকে এই যে গত ঈদে আপনার ৭ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত এটি কি মাস মে মাসে সেখান পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী ১৪২৬ জন মারা গেছে। প্রথম কোয়াটার ফ্রী। আর ওই ২০ দিনে মারা গেছে ৩১৪ জন। এক্সিডেন্টের কথা বাদ দেন আমি এটার পরিসংখ্যান ধরি এইভাবে চিত্র এখনো এইগুলো কার্যকর হচ্ছে না আমাদের এখানে আমি বলবো যে মালিক-শ্রমিক এদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে জনসাধারণের স্বার্থে জানো বিকৃত না হয়।

শাহজাহান খানঃ জি আসলে ভিজিট এখনো করতে পারে নাই কি কারনে করতে পারে নাই সেটা সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয় এখনো বলতে পারে নাই। আমরা কিন্তু আমাদের উপস্থাপনা দিয়েছি।

আতাউর রহমান ঢালীঃ আপনাকে একটু এড করে দেই সুবিধার জন্য ১৫ লক্ষ্য ড্রাইভিং লাইসেন্স কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স আজকে তিন বছরের অপেক্ষায়। আজকের নিউজ ইন পেপার।

শাহজাহান খানঃ জি তথ্যের একটু কমতি হতে পারে জি সঠিক আমি তো অস্বিকার করতেছি না। আমি অস্বীকার করছি না সঠিক। তবে অত সংখ্যাটা বিআরটিএ বলতেছে সেজন্য ১০-১২ এই যাইহোক তবুও পেন্ডিং আছে এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক এখানে সমস্যা হলো যে কোম্পানির সঙ্গে এগ্রিমেন্ট টা ছিলো সেই কোম্পানি এমনভাবে একটা কাজ করলো সেজন্য সে কোম্পানি আর লাইসেন্সটা সরবরাহ করতে পারলো না। নতুন করে টেন্ডার দিয়ে কিন্তু তারপরে করতে হয়েছে। এখন কিরে ধীরে সেটা হচ্ছে এখন প্রক্রিয়াধীন।

আতাউর রহমান ঢালীঃ এই যে দুই কোম্পানির যে দ্বন্দ্ব আমি যতদূর জানি।

শাহজাহান খানঃ আমি বুঝতে পারছি আপনি এটা নিয়ে স্টাডি করে আসছেন

জিল্লুর রহমানঃ হোমওয়ার্ক করে এসেছেন এটা বোঝা গেছে।

শাহজাহান খানঃ আমি আপনাকে ধন্যবাদ দেবো এটা সঙ্গে দ্বিমত করার কোনো কারণ নেই। আমি খুব মনে করি সড়ক পরিবহন সেক্টর টা মালিক সমিতির স্বার্থ নয় জনগণের স্বার্থ। তার কারণ আজকে যদি আমরা দুর্নীতি কমাতে পারি সরি দুর্ঘটনা কমাতে পারি তাহলে এটা জনগণের স্বার্থ। দুর্ঘটনায় কিন্তু শ্রমিক মারা যায় ড্রাইভার মারা যায় হেলপার মারা যায়। আর আইনের সংশোধন নিয়ে কেন আমরা বলেছি আমি সব বলবো না। আমি আপনার কথা বলে আপনি যদি ড্রাইভার নিজের গাড়ি নিজেই চালান তাহলে ঢাকা শহরে পার্কিংয়ের জায়গাটা কোথায় রং পার্কিং আপনাকে তো ৫ হাজার টাকা জরিমানা করবে। অদ্ভুত এটা ছিলো সেটা হলো আপনি যদি ইয়ে ব্রেক করেন ট্রাফিক রুল ব্রেক করেন তাহলে ড্রাইভার হোক আর পথচারী হোক সেজন্য আপনাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করতে হবে আপনি বলেন তো এখন? আমাদের এরকম বহু বক্তা আছে যেগুলো কিন্তু আমরা এই প্রশ্নের উত্তর গুলো দিয়েছি তারা কিন্তু অধিকাংশ প্রস্তাবের সাথে একমত।

আতাউর রহমান ঢালীঃ আমি একটু যোগ করে দেই এক মিনিট।

জিল্লুর রহমানঃ এক মিনিট না আপনি ৩০ সেকেন্ডে শেষ করেন।

আতাউর রহমান ঢালীঃ সেটা হলো যে আপনি এমপি আছেন এখন মন্ত্রী না এটা হল আমার কাছে আপনার বড় পরিচয়। আমার কাছে অন্তত। যে আপনি সারাজীবন একটা স্ট্রাগেলিং ফিগারে সেটাও আমার কাছে একটা বড় পরিচয়। দয়া করে এই যে শিরামের কাছে যে আমাদের টাকা ভঙ্গ হইছে কোনদিন শুনছেন যে চুক্তি করে এডভান্স টাকা দেয়া? প্রসিডিউর বন্ধ করে এখন আমাদের ই এর দরকার নেই ভিক্ষা চাই নামা কুত্তা সামলা আমাদের টাকা আগে আনার ব্যবস্থা করেন এজ এ পার্লামেন্ট মেম্বার।

শাহজাহান খানঃ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই জন্য। আমি সর্বশেষ কথাটা বলতে চাই। আমি শ্রমিক রাজনীতি করি বলেই শ্রমিকদের সাথে কথা বলি আমি মন্ত্রী থাকতেও বলেছি কেবিনেটেও বলেছি বিদ্যুৎ শ্রমিকদের গিভিং অধিকার। বিদ্যুৎ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন কন্ট্রোল করাটা বিরাজমান বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়। আমি সেই বিলটার বিপরীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটানা ৪০ মিনিট বিভিন্ন আইন দিয়ে কথা বলেছি কিন্তু দরকার নাই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সেটা গ্রহণ করেছেন। আপনাদের আপনি জানেন না পার্লামেন্টে তো এখন

বিরোধীদলের যে দু একজন ই আসে আপনাদের এই দলের যারা আছে তাদেরকে আমরা এখনো পার্লামেন্টে ঢুকতে দেয়। আপনারা করেন নি।

জিল্লুর রহমানঃ দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় মাত্রা সম্পর্কে আপনার লিখতে পারেন ডাক এবং ই-মেইল এর মাধ্যমে এছাড়া আমাদের ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়ায় যেসব পেজ রয়েছে সে পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে এবং আপনারা আপনাদের মতামত তৃতীয় মাত্রায় অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত দুটোই এবং সোমবার সকাল ১১.৩০ টায়। এবং শুক্রবার দুপুর ১.৩০ টাই দেখার আমন্ত্রণ রইলো। তৃতীয় মাত্রা এই পর্বটি আপনি ফেসবুকে সরাসরি দেখতে পারেন। ফেসবুকে এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে। আর লাইভ স্ট্রিম করতে অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রা অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাদি জানবার জন্য মিস্টার আতাউর রহমান ঢালী এবং শাজাহান খান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে। দর্শক কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে। আমার দু অতিথি টেবিলের দুপ্রান্ত থেকে বলছিলেন। সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই, সেজন্য মাস্ক ব্যবহার কর্ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, হাত ধোয়া, আর সভা সমাবেশে যোগ না দেওয়া সেগুলো স্মরণ করে দিয়েছেন। অন্যদিকে সরকারের দায়িত্ব কিন্তু দ্রুততার সঙ্গে সকল মানুষকে ভ্যাকসিনের আওতায় নিয়ে আসা সকলের ভ্যাকসিন নিশ্চিত করা। এবং এর কোন বিকল্প নেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অদক্ষতা অপরিণামদর্শিতা দুর্নীতি এগুলো বাংলাদেশকে অনেক ভুগিয়েছে এবং তারা যে অর্থ ব্যয় করতে পারেনা অর্থ সচিব এবারও বলেছেন। অর্থ বাজেটের ওপর অর্থমন্ত্রী স্বয়ং বলেছেন তাদের আসলে সেই সক্ষমতা নেই তারা সেটি ব্যয় করতে পারেন না। কাজেই বরাদ্দ দিয়ে লাভ হবে কি? তারপরও আমরা মনে করি স্বাস্থ্য শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কোনো বিকল্প নেই। এবং এই দুটো খাতকেই আসলে বেশি নজর দিতে হবে। সড়ক পরিবহন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। আইন দুর্ঘটনা সব বিষয় আলোচনার মধ্যে শেষ কোথায় দুজনেই একমত হয়েছেন যে শ্রমিকদের মালিকদের সার্থক সবই দেখতে হবে কিন্তু জনগণের স্বার্থ উপেক্ষা করে নয় জনগণের স্বার্থটাও মাথার মধ্যে রাখতে হবে। দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে শুভকামনা।